দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...27 NOV. 1998... ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৭...

ভিজিএফ এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির তালিকায় যেসব দুস্থ পরিবারের শিশুদের নাম আছে সেসব পরিবার ভিজিএফ কার্ড পায়নি বলে জানিয়েছেন আমাদের শরীয়তপুর সংবাদদাতা। এই জেলার ৬টি থানার ১৪টি ইউনিয়নের ৪২ হাজার পরিবার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির তালিকাভুক্ত। কিন্তু কোন বরাদ্দ না থাকায় গত পাঁচ মাস ধরে তারা কোন খাদ্যশস্য পাচ্ছে না। এই পরিবারগুলোর একূল ওকূল দু'কূলই গেছে।

সরকারের নিয়ম অনুযায়ী 'শিক্ষার-বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচির তালিকায় নাম থাকলে সেই পরিবার ভিজিএফ বা ভিজিডি কার্ড পাবে না। এই নিয়মের সঙ্গে কারো বিরোধ থাকার কথা নয়। একই পরিবারকে দুটি কর্মসূচি থেকে খাদ্যশস্য দেয়া শুরু করলে অনেক দুস্থ পরিবার বঞ্চিত হবে। নীতিটা হলো দুর্দিনে যত বেশি সম্ভব দুস্থ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয়া।

বন্যাদুর্গত সব এলাকাতেই শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির তালিকা ভিজিএফ কার্ড বিতরণে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। বন্যার সময় দুর্গত এলাকার প্রাইমারি স্কুলগুলো বন্ধ ছিল। ফলে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি সঙ্গত কারণেই স্থগিত ছিল। কিন্তু বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর স্কুলগুলো খোলা হলে, এই কর্মসূচির গম বা চাল বকেয়াসহ দিয়ে দেয়া উচিত ছিল। এই কর্মসূচির আওতায় যারা গম বা চাল পেয়ে থাকেন, তারা বন্যার সময় 'ভালনারেবল' ছিলেন এবং এখনও আছেন। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য এসব পরিবার 'ত্রাণ' হিসেবেই পাওয়ার যোগ্য। কেননা, সব শিশুর পরিবার এই কর্মসূচির তালিকায় থাকে না, থাকে ৪০ শতাংশের মত। 'দুস্থ' বিবেচনা করেই তালিকাভুক্ত করা হয়।

ভিজিডি'র উপর নির্ভর করে যারা দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তাদের মতই শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির পরিবারগুলো তাদের জীবন সংগ্রামে কিছুটা সহায়তা পায়। এবার বন্যা এবং বন্যা–উত্তর পরিস্থিতি সরকারি খাদ্য সহায়তার গুরুত্ব কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অতএব, এদের 'এনটাইটেলমেন্ট' পরিশোধ করতে আর গড়িমসি করা ঠিক হবে না।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির কার্যকারিতা নিয়ে অনেক সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। যারা খোঁজখবর করে রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন, তারা কর্মসূচি সম্পর্কে বেশ কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন। খাদ্যের বদলে টাকা পয়সা দেয়া যায় কিনা, সে চিন্তাও করা হয়েছে। কিন্তু এই কর্মসূচি একেবারে বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত যখন নেয়া হয়নি তখন তালিকাভুক্তদের বঞ্চিত করার কোন যুক্তি নেই, বিশেষ করে এবারের ভয়াবহ বন্যার পর। জোড়াতালি দিয়ে হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা চলছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি স্থগিত থাকবে কেন?